দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 03 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং কতিপয় সুপারিশ

মোঃ মতিউর রহমান

আমরা যদি প্রশ্ন করি, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? তাহলে সম্ভাব্য জবাব পাব দু'টি– (ক) দেহের ক্ষুধা মিটাতে আহারের সংস্থানের জন্য এবং দৈহিক আরাম-আয়াসের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার, (খ) আত্মার তৃপ্তির জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন শিক্ষার। এই প্রয়োজনকে আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। এগুলো হলো-(ক) শিক্ষা প্রয়োজন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তথা ইহলৌকিক সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। (খ) শিক্ষার প্রয়োজন পারলৌকিক শান্তির জন্য।

১.২ জাতীয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার গুরুত্ব আরও সুদূরপ্রসারী। অনেকের মতে, কোন দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়কেই শুধু উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে না ধরে বরং-
(ক) দেশবাসীর গড় আয়ু (খ) শিশু বাঁচার হার (গ) শিক্ষিতের হার ইত্যাদিকে জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়টি নির্ভর করে আপামর জনসাধারণের শিক্ষার উপর। অতএব, জাতীয় উন্নয়নের এই সংজ্ঞার বিচার করলেও নিঃসংকোচে বলা যায় যে, কোন দেশের জাতীয়-উন্নয়নের মাপকাঠি হলো সেদেশের শিক্ষিতের হার। বিষয়টির সত্যতা সারণিতে উদ্ধৃত কয়েকটি দেশের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানের মাধ্যমে বিচার করা যায়।

১.৩

দেশের নাম	মোট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরের হার	মার্কিন ডলারে মাথা পিছু আয়	শতকরা অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে
বাংলাদেশ	২৪.৮২ %	২১২	৬৪
নেপাল	১৯%	১৮০	৭০
ভারত	৩৬%	৩৪০	৪৬
শ্রীলঙ্কা	৮৭%	৪৩০	১৪

১.৪ উপরোক্ত সারণি থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাক্ষরতার হারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিক্ষার গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে ১৯৬৫ সালের ৮-৯ সেপ্টেম্বর তেহরানে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রীদের সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, "মানুষকে সাক্ষরতার মাধ্যমে শুধু লেখা বা পড়ার কলাকৌশল না শিখিয়ে তাকে সাক্ষরতার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কলাকৌশলে বলীয়ান করতে হবে।"

১.৫ আত্মউন্নয়ন ও সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষাকে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রত্যেক মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। বাংলাদেশের মানুষের এই মৌলিক অধিকারটির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। দরিদ্র শিশুদের স্কুলগামী করা ও ঝরে পড়া (Drop out) রোধ করার নিমিত্তে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। সময় ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী মেধাবী, সৃজনশীল মানবসম্পদ উন্নয়নের দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে বর্তমান সরকার জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছে, গ্রামাঞ্চলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার কর্মসূচী 'পাইলট প্রকল্প' হিসাবে চালু করা হয়েছে।

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোচ্চ আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা জোরদার করে এবং দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন।

১.৬ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে গণশিক্ষা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রচলিত সকল প্রকার গণ-মাধ্যমের সহায়তায় প্রচারণার জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ রেডিও, বাংলাদেশ টেলিভিশন গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে বিশ্বের ১৫৫টি দেশের সরকার প্রধানদের নিয়ে ২০০০ সাল নাগাদ 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের স্বাক্ষরদাতা দেশ। এ ছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত 'শিশুর উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও অধিকার' সংরক্ষণ শীর্ষক সম্মেলনের স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে বিশ্বের সবদেশের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এ সম্মেলনে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সকল শিশুর জন্য শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

২.০ প্রাথমিক শিক্ষা, বর্তমান অবস্থা ও সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী :

শিক্ষার স্তর হলো-প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে একটি শিশু লেখাপড়া ও গণনা শেখার জগতে প্রবেশের পাশাপাশি অর্থপূর্ণ ও উন্নত জীবনযাপনের কলাকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা আলোচনার নিমিত্তে প্রাথমিক শিক্ষা খাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত গুণগত ও পরিমাণগত বিষয়াদি আলোচনা করা প্রয়োজন।

২.১ বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান রয়েছে :

ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৩৭,৭৪০টি
খ) নিবন্ধিত বেসরকারী প্রাথমিক	:	৮,৮৩০টি
গ) রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৮,৮৩০টি
ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখা	:	২,৫৮৩টিজ)
ঙ) কিণ্ডার গার্টেন	:	২,৫০০টি
চ) ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	১৬,০২৮টি
ছ) উচ্চতর মাদ্রাসার ইবতেদায়ী শাখা	:	৬,০৮৬টি
মসজিদ , টোল ও অন্যান্য	:	২৩৯টি

ঝ) বেসরকারী হিসাবানুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় নিয়োজিত বিদ্যালয়ের সংখ্যানুপাতে দেখা যায় প্রতি দুই কিলোমিটারের জন্য বর্তমানে একটি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষাদানে নিয়োজিত।

ঞ) ১৯৯১ সালের আদমশুমারির চূড়ান্ত রিপোর্ট বাংলাদেশে ৭১ লাখ শিশুর জন্য প্রাক-প্রাইমারি এবং পৌনে ২ কোটি শিশুর জন্য প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সূত্রমতে বাংলাদেশে বিদ্যালয়বিহীন এলাকার ৪০০০ নতুন স্কুল স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.২ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার পুনর্গঠন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্পর্কিত সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী : ক) সারাদেশে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের গৃহ পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে প্রায় ২০ হাজার বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ/ মেরামত কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

খ) সরকারী সূত্রে প্রকাশ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে শিশুভর্তির হার অনেক বেড়েছে। এই বৃদ্ধি প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতকরা ৯৫ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ের আওতায় আসবে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা যায়।

গ) সরকারী সূত্রে প্রকাশ, প্রত্যেক বছর বিদ্যালয়ে যে সকল শিশু ভর্তি হয় তার সিংহভাগ (প্রায় ৬০%) ৫ম শ্রেণীতে উঠার আগেই লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। শিশুদের এই বিদ্যালয় ত্যাগ আমাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় এনে ভর্তি করার চেয়ে তাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বড় অন্তরায়। সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় এনে ভর্তি করার চেয়ে ৫ম শ্রেণীর পাঠ সমাপন পর্যন্ত ধরে রাখাও একটি সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানকল্পে বিভিন্ন পর্যায়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী, ১ম ও ২য় শ্রেণীতে নমনীয় প্রমোশন পদ্ধতি, আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময় পাঠ্যক্রম রচনা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য নলকূপ স্থাপন, টয়লেট নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে প্রকাশ, অধিকন্তু ঝরে পড়া রোধ ও শিশুদের একই শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে :

ক) শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করে গড়ে তোলার জন্য এবং দূরবর্তী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য মধ্যবর্তী স্থানে সেটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন।
খ) শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ।
গ) পাঠ্যক্রমে পরিমার্জন।
ঘ) শিশুকে বিদ্যালয়ের প্রতি উৎসাহী ও ৫ বছর শিক্ষাকাল সমাপ্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চলবে)